ঝিনাইদহের ঘোড়শাল ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন কর আরোপ ছাড়াই ১ কোটি ৪ লাখ ১ হাজার ৯’শ ৩৬ টাকার উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ পারভেজ মাসুদ লিলটন এ বাজেট ঘোষণা করেন।

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে ইউপি সচিব প্রতাপ আদিত্য বিশ্বাস, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, নারী ইউপি সদস্য রেশমা খাতুন, নাসিমা খাতুন, মৌসুমী মন্ডল, ইউপি সদস্য জাহিদুল ইসলাম দুলু, ফিরোজ আলী, রুহুল আমিন, আবুজার মোল্লা, আশরাফুল ইসলাম, কটন বিশ্বাস, অশোক কুমার বিশ্বাস, উত্তম বিশ্বাস, প্রতাপ বিশ্বাস, হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর রেক্রোনা খাতুন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের কালীচরণপুর ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন কর আরোপ ছাড়াই ৯৬ লাখ ৬০ হাজার ৬৯৪ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৯ মে) দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে এক বাজেট সভায় এ বাজেট ঘোষণা করেন।

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেণ ইউপি সচিব মোঃ আমিনুর রহমান।

এসময় ১৫ নং কালীচরণপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোদাচ্ছের হোসেন, ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সংরক্ষিত ইউপি সদস্য রেশমা খাতুন, ইউপি সদস্য শরিফ উদ্দীন, শামছুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ, সাইফুল ইসলাম সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় লাঠির আঘাতে কিশোরের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে যুবকের বাশের লাঠির আঘাতে কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার(২৮মে) দুপুরে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কুমার নদে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আসিফ (১১) ওই গ্রামের মহিদুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে ওই গ্রামের কিশোর আসিফ হোসেন কুমার নদে বরশি দিয়ে মাছ ধরছিল । সেসময় একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে সনি পানি ঘোলা করলে দুজনের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। একপর্যায়ে সনি বাশ দিয়ে আসিফকে আঘাত করে। বাশের মাথার সুচালো অংশ আসিফের ঘাড়ে ঢুকে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে সনি।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের চর খাজুরা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শরিফুল ইসলাম (৪৬) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে তার বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত শরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত গোলাম নবী লস্করের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, সোমবার রাতে ঘুর্ণিঝড় রিমেলে কৃষক শরিফুলের বাড়ির বিদ্যুতের তার ছিড়ে যায়। বুধবার সকালে বাড়িতে কাজ করতে গেলে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেছে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহে এইচআইভি প্রতিরোধ জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা

ঝিনাইদহে সুইয়ের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী এবং তাদের যৌনসঙ্গীদের জন্য সমন্বিত এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম বিষয়ে জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ নামের একটি উন্নয়ন সংস্থা।

সভায় সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: সৈয়দ রেজাউল ইসলাম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার, সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: গুলশান আরা, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা আনোরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন মুক্ত আকাশ বাংলাদেশের এম এন্ড অফিসার সেলিমুজ্জামান। পরিচালনা করেন মুক্ত আকাশ বাংলাদেশের ঝিনাইদহের ম্যানেজার সুকেশ চন্দ্র মন্ডল। সভায় মাদকদ্রব্যের কুফল তুলে ধরে এইচআইভি এইডস রোধে সকলকে সচেতন করার আহ্বান জানান। সেই সাথে এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীদের মানবিক অধিকারে কাজ করার পরামর্শ দেন।

ঝিনাইদহে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত

‘হাসপাতালে সন্তান প্রসব করান, মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়েছে।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে এ উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

এতে সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: সৈয়দ রেজাউল ইসলাম, গাইনী বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা: মোঃ আলাউদ্দিন, জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা: আব্দুল্লাহেল কাফী, ডা: মার্ফিয়া খাতুন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: গুলশান আরা লিমাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, মা ও শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে হাসপাতালে সন্তান প্রসাবের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশে নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য সুসংগঠিত ও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি দেশের ৪৯২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাতৃসেবা চালু করতে পারলে বেশির ভাগ মাকেই নিরাপত্তা জালের মধ্যে আনা সম্ভব।

ঝিনাইদহে ধর্ষণ মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানের যাবজ্জীবন

ধর্ষণ মামলায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে ঝিনাইদহের আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচার মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় দেন। মামলায় আরেক আসামি নজরুল ইসলামের দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস প্রদান করা হয়েছে।

খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ সদর উপজেলার নরহরিদ্রা গ্রামের খন্দকার আমিরুজ্জামানের ছেলে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানাগেছে, ২০২২ সালের ১৫ এপ্রিল বিচারের জন্য ভুক্তভোগী নারী চেয়ারম্যান ফরিদের কাছে গেলে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ওই নারী ১৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর থানায় বাদী হয়ে চেয়ারম্যান ও তার গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নেন চেয়ারম্যান ফরিদ। পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টে ফরিদের সম্পৃক্তা ধরা পড়ে। দীর্ঘ বিচারক প্রক্রিয়া শেষে আজ মঙ্গলবার ঝিনাইদহের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলী অ্যাড: বজলুর রহমান জানান, বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই-বাছাই করে ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

এই মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাড: নেকবার।

ভুক্তভোগী নারী গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, বিচার চাইতে গিয়ে ফরিদ

চেয়ারম্যানের লালসার শিকার হন তিনি। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে চেয়ারম্যান নরহরিদ্রা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ডেকে নেন। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে তাকে দুইতলার একটি কক্ষে নিয়ে যান এবং নেশা জাতীয় কিছু সেবন করিয়ে ফরিদ ধর্ষণ করেন।

শপথ নিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের এমপি নায়েব আলী জোয়ার্দার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ঝিনাইদহ-১ আসনের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নায়েব আলী জোয়াদ্দার শপথ নিয়েছেন।

আজ ররিবার জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ গ্রহন কক্ষে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ শেষে রীতি অনুযায়ী এমপি নায়েব আলী শপথ বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

শপথ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম। এসময় চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহিম, হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু, হুইপ সানজিদা খানম এবং ঝিনাইদহ-২ আসনের এমপি মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল হাই গত ১৬ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করে ভোটের তফসিল ঘোষণা করেন ইসি। আগামী ৫ জুন ওই আসনে উপনির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত ১৮ মে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষদিনে ভোটে অংশ নেওয়া তিন প্রার্থীর মধ্যে স্বতন্ত্র জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম দুলাল ও খেলাফত আন্দোলনের আব্দুল আলি নিজামি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে ভোট থেকে সরে দাঁড়ান। পরে নায়েব আলী জোয়াদ্দারকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

নবনির্বাচিত এমপি নায়েব আলী জোয়ারদার শৈলকুপা ও ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

শৈলকুপার কৃতি সন্তান নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক এজিএস, ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক সহ আওয়ামী লীগের নানান সাংগঠনিক পদে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। বর্তমানে নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য।

আওয়ামী লীগের এই প্রবীণ এই নেতা ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সহ শৈলকুপার ১৪ নং দুধসর ইউনিয়ন থেকে ৩বার ইউপি চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুর দৌলতপুর ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের জন্য উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৬মে) ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাজেট সভায় উন্মুক্ত বাজেট পেশ করেন ইউপি সচিব নির্মল কুমার বিশ্বাস।

এ বাজেটে রাজস্ব খাতে ৩৭,৯২.২৬০/= টাকা ও উন্নয়ন খাতে ২,০৫,৬৪,০০০/=টাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩,৫৬.২৬০/=(দুই কোটি তেতাল্লিশ লাখ ছাপান্ন হাজার দুইশত ষাট) টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান, আক্তারুল আলম,

হামিদ আলী, আশরাফুল আলম, বিজন পারভেজ, গমির উদ্দীন, মুকুল মন্ডল, এলাহী মন্ডল, আলমগীর মহিলা সদস্য রুমা খাতুন, মর্জিনা, শেফালী খাতুনসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। বাজেট ঘোষণার পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন গুদামের ওষুধ যাচ্ছে অপারেশন থিয়েটারে

ঝিনাইদহে সম্প্রতি অপারেশনের পরে রোগী মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে অনেকগুলো বিষয় সামনে এসেছে।

সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের ডাক্তার ও সেবিকাদের অবহেলা, অপারেশনের আগে রোগীর শারীরিক অবস্থা যাচাই না করে অপারেশন করা, এ্যানেস্থেসিয়ার সঠিক প্রয়োগ না করা, সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত নয় এমন ওষুধের ব্যবহার ও অপারেশনের সময় মানহীন ওষুধ ব্যবহারের বিষয়গুলিই সামনে এসেছে।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাদের এক রকমের দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। ওষুধ প্রশাসনের সঠিক তত্ত্বাবধান ও সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা না নেওয়ায় বেশি লাভের আশায় অপারেশনের টেবিলে যাচ্ছে হোল সেলারদের মানহীন ওষুধ। শুধু অপারেশনের টেবিলেই নয় হোল সেলারদের কাছ থেকে কেনা মানহীন এই ওষুধ যেকোন রোগীর জন্যই ক্ষতির কারণ হতে পারে। জেলার ফার্মেসি মালিক সমিতির সদস্যরা ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে হোল সেলারদের দৌরাত্ম্য বিষয়ে জেলার ওষুধ প্রশাসনকেই দায়ী করছেন। তবে এবছর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন দোকানের ওষুধ ব্যবহারের কার্যকারিতা বলে মনে করেন ফার্মেসি মালিকরা।

সম্প্রতি ঝিনাইদহের বেসরকারি ক্লিনিক ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতাল লিমিটেড’এ এ্যাপেন্ডি সাইডের অপারেশনের পর সুচনা জান্নাত (১৫)

নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সুচনার বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এই মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা রোগীর শারীরিক অবস্থাকে দায়ী বলেছেন। কিন্তু রোগীর স্বজনদের দাবি বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় এ্যানেস্থসিয়া ব্যবহারের ফলে রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খিচুনি ওঠাসহ অবস্থা খারাপ হলে ঢাকায় নেওয়া হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। শুধু ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতালই নয়, হাসান ক্লিনিক, শামীমা ক্লিনিক, প্রিন্স হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও রাবেয়া ক্লিনিকসহ কালীগঞ্জ উপজেলার বেশ কয়েকটি ক্লিনিকে অপারেশনের পর রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে জেলা বিএমএ শাখার নেতৃবৃন্দ হোল সেলে বিক্রি করা ওষুধকেই রোগীর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলছেন।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, ঢাকার মিটফোর্ড মার্কেট, কুমিল্লার শাসনচর, খুলনার হেরাজ মার্কেট ও চট্টগ্রামের হাজারী মার্কেটে হোলসেল ওষুধ বিক্রি করা হয়। সেখান থেকে তুলনামূলক অনেক কম মূলে ব্রোকাররা ওষুধ কিনে এনে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে। এসব হোলসেল বিক্রেতারা ওষুধ সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করেন না। যেকারণে ওষুধের কার্যকারিতা হারায়। এছাড়া অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা ওষুদের মেয়াদ টেম্পারিং করে সেই ওষুধ বিক্রি করে। জানাগেছে, দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো কয়েকটি রেটে বাজারে ওষুধ বিক্রি করে। সেগুলো হলো, ক্লিনিক্যাল রেট, ইন্সটিটিউট রেট, সরকারি রেট, ডক্টর কাম কেমিস্ট্রি রেট, বোনাস রেট, ফ্লাট রেট, হোলসেল রেট ও রিটেইলার রেট। বেশির ভাগ কোম্পানি রিটেইলার বা ফার্মেসিগুলোকে ১২-১৩% কমিশন দেয়। ওষুধের দামের সাথে কোম্পানিগুলো ১৭.৪% ভ্যাট কেটে রাখে। সেখানে ফার্মেসি মালিকরা হোল সেলারদের কাছ থেকে ওষুধ নিলে কমিশন বেশি পায় এবং ১৭.৪% ভ্যাট দেওয়া লাগে না। যেকারণে তারা বেশি লাভের আশায় হোল সেলারদের কাছ থেকেই ওষুধ কিনে বিক্রি করে। ওষুধ প্রশাসনের নিয়মানুযায়ী পাকা মেমো সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, রয়েছে সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার কথা।

সূত্র বলছে জেলার বেশিরভাগ ক্লিনিকগুলোতে হোল সেলারদের কাছথেকে সার্জিক্যাল ওষুধ কিনে সেগুলো অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহার করে থাকে। যেসব রোগীর সাথে অপারেশন থিয়েটারের ওষুধের চুক্তি থাকে সেই সব অপারেশনের ক্ষেত্রে হোল সেলারদের কাছথেকে কেনা কম দামের ও মানহীন ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৩০ থেকে ৩২ডিগ্রি

সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে ওষুধ সংরক্ষণ করতে হয় তবে ওষুধের প্রকারের ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা তাপমাত্রায় সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু হোলসেলাররা সাধারণ পরিবহনে ওষুধ পরিবহন করে সেগুলো সাধারণ গুদামে সংরক্ষণ করে বিক্রি করে। এদিকে জানাগেছে, কয়েক প্রকারের এ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগ করা হয়। যেমন স্প্রে, লোকাল, স্পাইনাল কর্ড ইনজেকশন ও জেনারেল এ্যানেস্থেসিয়া। জেনারেল এ্যানেস্থেসিয়া আবার দুই প্রকার। ইনজেকশন ও মাস্ক।

ঝিনাইদহে মাস্ক এ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহারের একটি মাত্র মেশিন আছে ডাক্তার রেজা সেকেন্দারের। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছেন, বয়স, রোগীর শারীরিক সক্ষমতা ও রোগের ধরণের ওপর ভিত্তি করে এ্যানেস্থেসিয়ার মাত্রা নিধারণ করা হয়ে থাকে ডিভাইসের মাধ্যমে। সেখানে ভুল গণনা হলে রোগীর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে।

ঝিনাইদহ জেলা ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রফিকুল করিম সোম বলেন, ব্রোকারদের কাছ থেকে ওষুধ নিতে আমরা সকল ফার্মেসি মালিকদের নিষেধ করি। হোলসেল মার্কেটের ওষুধের মানের কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার সঠিক মাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণও করা হয় না। কাজেই সেই ওষুধ ব্যবহার করলে রোগীর ক্ষতি হতে পারে। অনেক ফার্মেসি মালিকের দোকানে তাপমাত্রা সংরক্ষণের সক্ষমতা নেই। বিশেষ করে গ্রামের দোকানগুলোতে। তবে সার্জিক্যাল ওষুধ বিক্রির দোকানগুলোতে অবশ্যই সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। হোল সেল ওষুধ বিক্রেতাদের জন্য ওষুধ বিক্রেতাদের অনেক বদনাম হচ্ছে। ওষুধ প্রশাসনের এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে মিলন সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মো: মিলন, ড্রিম সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মো: নাজমুল হাসান টিটন, মিডি রিলায়েন্স যার প্রোপাইটার মুন্তাসির রহমান পারভেজ (এই ফার্মেসীর ড্রাগ লাইসেন্স নেই), ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতালের সামনে মুন্সি সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মোঃ শাহিনুর রহমান শাহিন, সরকারি কেসি কলেজ মার্কেটের দেশ ফার্মা যার প্রোপাইটার সুসান্ত কুমার কনক, শামীমা ক্লিনিক নিচে এর সুলতানা ফার্মেসি যার প্রোপাইটার শফিউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু সড়কে মিতালী ফার্মেসি যার প্রোপাইটার রিয়াদ হোসেন, হামদহ মোল্লাপাড়ায় ইমরান ফার্মেসি ও ঝিনেদা মিটফোর্ড ফার্মেসির মালিক ইমরান

হোসেন। এছাড়া খালেদা সার্জিক্যাল, মার্জিয়া ফার্মা, সার্জিক্যাল পয়েন্ট এন্ড মেডিসিন শপ সহ শহরের আনাচে কানাচে অনেক পাইকারি ওষুধের দোকান গড়ে উঠেছে। যাদের অনেকেরই ড্রাগ লাইসেন্স ও ওষুধ সংরক্ষণের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। বৈধ উপায়ে ব্যবসা করা কয়েকজন ফার্মেসি মালিক জানান, সরকারের ভ্যাট ফাঁকি দিতে ও বেশি লাভ করতে অনেকেই হোলসেলারদের কাছ থেকে ওষুধ নেয়। যার কোন পাকা মেমো নেই। কিন্তু ওষুধ প্রশাসনের কোন তদারকি নেই। তারা মাসিক ভাবে এসব ফার্মেসি মালিক ও হোল সেলারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে। অনেক ওষুধের দোকান ওষুধ প্রশাসনের নীতি না মানলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়াও লাইসেন্স প্রাপ্তী ও নবায়নের সময়ও ওষুধ তত্ত্ববধায়কের কার্যালয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়।

ঝিনাইদহ ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা বলেন, পাইকারী ওষুধ বিক্রি করে এমন দোকানের তালিকা দেন আমরা অভিযান পরিচালনা করবো। আমরা বিভিন্ন ক্লিনিকে মৃত্যুর ঘটনায় মেডিসিন পরীক্ষা করেছি। প্রায় সবগুলো কেচে এ্যানেস্থেসিয়ার সমস্যা পায়নি। অনেক সময় ডাক্তার ও নার্সদের অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ্যানেস্থেসিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা ক্লিনিকগুলোতে অপারেশনের সময় এ্যানেস্থেসিয়া রাখার বাধ্যবাধকতার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু ক্লিনিকগুলো সেই নিয়ম মানে না। সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের চিঠি দিয়েছে। আমরা খুব দ্রুত এটি নিশ্চিৎ করতে মাঠে নামবো। এক ফার্মেসি মালিক জানিয়েছেন, ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক নিষিদ্ধ ওষুধও রোগীর ব্যবস্থা পত্রে লিখছেন ডাক্তাররা। এতে করে অনেক ফার্মেসি অননুমোদিত ওষুধও রাখছেন। তিনি বলেন, একই গ্রুপের ওষুধ এক কোম্পানি দাম ৩০ টাকা আবার আরেক কোম্পানি দাম ৩ টাকা। দুই ওষুধের মানই এক, দুই ওষুধের অনুমোদনই ওষুধ প্রশাসন দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল ওষুধ ঠেকাতে দরকার নিয়মিত জোর তদারিক।

ফার্মাসিটিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম মিলন বলেন, ঝিনাইদহে যে সমস্ত পাইকারি মেডিসিনের দোকান আছে তারা মূলত ঝিনাইদহে কর্মরত ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মেডিসিন খুব একটা ক্রয় করেন না। যেগুলো মিটফোর্ডে পাওয়া যায় না সেইগুলোই আমাদের কাছ থেকে ইনভাইসের মাধ্যমে ক্রয় করে থাকেন। বেশি লাভের আশায় ঢাকার মিটফোর্ড

মার্কেট ও অন্যান্য বিভিন্ন নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে ঔষুধ ক্রয় করে থাকেন এই সমস্ত অসাধু বেশি মুনাফা লোভি ব্যবসায়ীরা। মূলত ভেজাল ও নকল ঔষধ লোকাল মার্কেটে ছড়িয়ে যায় এই সমস্ত পাইকারি মেডিসিন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দেখভাল করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।